সুষ্ঠু ও নিরপেক্ষ নির্বাচনের লক্ষ্যে নির্বাচন কমিশন, সরকার ও রাজনৈতিক দলের প্রতি আহবান

সুজন–সুশাসনের জন্য নাগরিক (২৮ ডিসেম্বর ২০১৫)

প্রিয় সাংবাদিক বন্ধুগণ !

পৌরসভা নির্বাচন, আক্ষরিক অর্থেই, আমাদের দ্বারপ্রান্তে। নির্বাচনে প্রতিদ্বন্দ্বিতাকারী প্রার্থীরা শেষ মুহূর্তের প্রচার-প্রচারণায় ব্যস্ত। রাজনৈতিক দলগুলো একে অপরের দোষারূপে লিপ্ত। এদিকে নির্বাচনী তফসিল ঘোষণার পর থেকে শুরু হওয়া আচরণবিধি লঙ্ঘন এবং সহিংসতার ঘটনা ঘটেই চলছে। অনেক এলাকা থেকে দুর্বল প্রার্থীদেরকে ভয়-ভীতি প্রদর্শন ও প্রচার-প্রচারণায় বাধা দেওয়ার অভিযোগ উঠছে। আর এসব অনিয়মের অভিযোগের প্রেক্ষিতে কারো বিরুদ্ধেই কোনোরূপ দৃষ্টান্ত সৃষ্টিকারী ব্যবস্থা না নিয়ে নির্বাচন কমিশন হুশিয়ারি উচ্চারণ করেই যাচ্ছে। একইসঙ্গে যেন নিজের অসহায়ত্বের প্রমাণ হিসেবে, বিশেষ করে মন্ত্রী-এমপিদের আচরণবিধি লঙ্ঘন থামাতে কমিশন মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর হস্তক্ষেপ চেয়েছে।

নির্বাচনী তফসিল ঘোষণার পর থেকে যেসব সহিংসতার ঘটনা গণমাধ্যমে রিপোর্ট হয়েছে তার একটি তালিকা এ প্রবন্ধের শেষে সংযুক্ত করা হলো। উক্ত তালিকাটি প্রস্তুতের ক্ষেত্রে আমরা মূলত প্রথম আলো, বাংলাদেশ প্রতিদিন, যুগান্তর ও ইত্তেফাক প্রত্রিকার সহায়তা নিয়েছি।

আমাদের বিশ্লেষণ করে দেখা যায় যে, ২৪ নভেম্বর ২০১৫ নির্বাচনী তফসিল ঘোষণার পর থেকে ২৬ ডিসেম্বর পর্যন্ত কমপক্ষে ৫০টি নির্বাচনী সহিংসতার ঘটনা ঘটেছে, যার মধ্যে ১২টি ক্ষমতাসীন দলের মনোনীত প্রার্থী ও দলের বিদ্রোহী প্রার্থীর সমর্থকদের মধ্যে, আর ৩৮টি ঘটনা ঘটেছে ক্ষমতাসীন দলের সঙ্গে বিরোধী রাজনৈতিক দলের প্রার্থী ও সমর্থকদের। সহিংসতা শুরু হয় মূলত মনোনয়নপত্র প্রত্যাহারের সময় থেকে। প্রাপ্ত তথ্যানুযায়ী, ৭ ডিসেম্বর থেকে ২৬ ডিসেম্বর পর্যন্ত প্রতিদিন গড়ে দুটির বেশি দৃশ্যমান সহিংস ঘটনা ঘটেছে। সহিংসতায় এ পর্যন্ত ২৭১ জন আহত হয়েছেন। তিনজনের মৃত্যুর অভিযোগ উঠেছে। তবে নির্বাচনের দিন ঘনিয়ে আসার সঙ্গে সঙ্গে সহিংসতার ঘটনাও যেন বাড়ছেই। গত দু দিনেই ঘটেছে ১১টি সহিংস ঘটনা। এসব দৃশ্যমান সহিংসতার ক্ষেত্রে নির্বাচন কমিশন কারো বিরুদ্ধেই কোনো কঠোর ব্যবস্থা নিয়েছে বলে আমরা শুনিনি।

দৃশ্যমান সহিংসতা ছাড়াও অদৃশ্য নির্বাচনী অনিয়ম ও আচরণবিধি লঙ্ঘনের ঘটনা অনেক ঘটেছে। একটি বড় নির্বাচনী অপরাধ ঘটেছে ফেনীতে, যেখানে তিনটি পৌরসভার ৪৮টি কাউন্সিলর পদের মধ্যে ৪৪টিতেই প্রার্থীরা বিনা প্রতিদ্বন্দ্বিতায় নির্বাচিত হয়েছেন। এসব ব্যাপারে মনোনয়নপত্র জমা দেওয়ার আগের দিন প্রার্থীদের কাছ থেকে জোর করে মনোনয়নপত্র ছিনিয়ে নেওয়ার অভিযোগ গণমাধ্যমে প্রকাশিত হয়েছে। কিন্তু কোনো অজ্ঞাত কারণে কমিশন এব্যাপারে টু-শব্দটিও করেনি। এছাড়াও ৬ জন মেয়র ১৩৪ জন কাউন্সিলর পদপ্রার্থী বিনা প্রতিদ্বন্দ্বিতায় নির্বাচিত হয়েছেন, যা পৌরসভা নির্বাচনের জন্য একটি রেকর্ড।

এছাড়াও ২৩ জন সরকারি দলের মন্ত্রী-এমপির বিরুদ্ধে আচরণবিধি লঙ্ঘনের অভিযোগ উঠেছে। এ ব্যাপারে কমিশন কোনো কঠোর ব্যবস্থা তো নেয়ইনি, বরং এ ব্যাপারে বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন বক্তব্য দিয়ে নিজেদেরকে হাসির পাত্রে পরিণত করেছে। এর মাধ্যমে কমিশনের প্রতি জনগণের আস্থা কোনাভাবেই বৃদ্ধি পায়নি।

আরেকটি অদৃশ্য অনিয়মের ঘটনা ঘটেছে মনোনয়নপত্র নিয়ে। একটি পৌরসভায় একটি দলের পক্ষ থেকে একাধিক মনোনয়নপত্র দাখিল হলে সবকটি মনোনয়নপত্র বাতিলের বিধান থাকলেও মাগুরা সদর, খুলনা জেলার পাইকগাছা এবং বরগুনা জেলার বেতাগী পৌরসভার আওয়ামী লীগ থেকে একাধিক প্রার্থী মনোনয়নপত্র দাখিল করলেও অন্যসব মনোনয়নপত্র বাতিল করে, একজন প্রার্থীকে বৈধ ঘোষণা করা হয়েছে, যা সম্পূর্ণরূপে নির্বাচনী আইনের পরিপন্থী। এছাড়াও কারসাজির মাধ্যমে সরকারি দলের বিদ্রোহী ও রাজনৈতিক প্রতিপক্ষের সমর্থিত প্রার্থীদের মনোনয়নপত্র বাতিলের অভিযোগ উঠেছে। অভিযোগ উঠেছে সাতক্ষীরায় একজন উপজেলা চেয়ারম্যানের, উপজেলা থেকে পদত্যাগ না করা সত্ত্বেও, মেয়রপদে বেআইনিভাবে মনোনয়নপত্র বৈধ করার।

একটি বড়, কিন্তু অদৃশ্য, অনিয়ম ঘটছে প্রার্থীদেরকে ভয়-ভীতি দেখানোর মাধ্যমে। শুধু রাজনৈতিক প্রতিপক্ষই নয়, ক্ষমতাসীন দলের 'বিদ্রোহী' প্রার্থীরাও এ ব্যাপারে অভিযোগ তুলেছেন। কিন্তু কমিশন যেন নির্বিকার।

অন্য একটি অদৃশ্য অনিয়ম ঘটেছে এবং ঘটছে মনোনয়ন বাণিজ্য ও টাকা দিয়ে ভোট কেনা-বেচা নিয়ে। দলভিত্তিক মনোনয়ন দেওয়ার ক্ষেত্রে মনোনয়ন বাণিজ্যের অভিযোগ উঠেছে। টাকা দিয়ে ভোট কেনার অভিযোগ ইতোমধ্যে উঠতে শুরু করেছে এবং নির্বাচনের দিন পর্যন্ত এই অভিযোগ আরও ব্যাপক হতে বাধ্য, যা আমাদেরকে 'বেস্ট ডেমোক্রেসি মানি ক্যান বাই'তে পরিণত করবে। এব্যাপারেও কমিশনের কোনো উদ্যোগ আমরা লক্ষ করছি না।

নির্বাচনে সহিংসতা আমাদের দেশে নতুন নয়। গত উপজেলা নির্বাচনে, বিশেষত শেষের দিকে ভোট জালিয়াতির সঙ্গে সঙ্গে, অনেক সহিংস ঘটনা ঘটেছে। সিটি করপোরেশন নির্বাচনেও ব্যাপক কারচুপি ও দু একটি সহিংস ঘটনা ঘটেছে। তবে এসব ঘটনা ঘটেছে মূলত নির্বাচনের দিনে, জয়-পরাজয়ের উত্তাপে। কিন্তু এবার নির্বাচনের দিনের অনেক আগ থেকেই সহিংস ঘটনা শুরু হয়েছে। শুরু হয়েছে ভয়-ভীতি প্রদর্শনের, যা অতীতে ঘটেনি বললেই চলে। নির্বাচনের মাধ্যমে ভোটাররা তাদের পছন্দের প্রার্থীকে ভোট দিয়ে প্রতিনিধি নির্বাচন করে থাকেন। কিন্তু সম্ভাব্য প্রার্থীরা যদি মনোনয়নপত্র জমা না-ই দিতে পারেন কিংবা আগে থেকেই ভয়-ভীতি প্রদর্শন ও সহিংসতার মাধ্যমে তাদেরকে নির্বাচনী মাঠে অনপুস্থিত রাখা হয়, তাহলে আমাদের পুরো নির্বাচনী ব্যবস্থাই প্রহসনে পরিণত হতে বাধ্য।

প্রসঙ্গত, কমিশন কোনো অনিয়মের বিরুদ্ধেই কোনো কঠোর ব্যবস্থা নিচ্ছে না, যদিও কমিশনের এব্যাপারে অগাধ ক্ষমতা রয়েছে। *আলতাফ হোসেন বনাম আবুল কাশেম* মামলায় [৪৫ডিএলআর (এডি)(১৯৯৩)] বাংলাদেশ সুপ্রিম কোর্টের আপিল বিভাগ সুষ্ঠু ও নিরপেক্ষ নির্বাচনের খাতিরে, এমনকি বিধি-বিধানের সঙ্গে সংযোজন করার ক্ষমতাও নির্বাচন কমিশনকে দিয়েছে। এছাড়াও *নূর হোসেন বনাম নজরুল ইসলাম* মামলায় [৫বিএলসি(এডি)২০০০] আমাদের সুপ্রিম কোর্ট রায় দেন যে, নির্বাচনের সময়ে কারচুপির খবর প্রকাশিত হলে কিংবা এব্যাপারে অভিযোগ করা হলে, তদন্তসাপেক্ষে, নির্বাচন কমিশন নির্বাচন বাতিল করতে পারে। কোনো নির্বাচনে অনিয়মের অভিযোগ উঠলে কমিশনকে প্রার্থিতা বাতিলের ক্ষমতাও দেওয়া হয়েছে। দেওয়া হয়েছে জেল-জরিমানা করার ক্ষমতা। কিন্তু আমাদের স্বাধীন নির্বাচন কমিশন যেন ক্ষমতা প্রয়োগে অপারগ বা অনাগ্রহী। তাই আচরণবিধি লঙ্ঘন ও সহিংসতার ঘটনা ঘটেই চলেছে।

গত তিনটি সিটি করপোরেশন নির্বাচনে ব্যাপক অনিয়ম ও কারচুপির সংবাদ আমরা গণমাধ্যমের সুবাদে জানতে ও দেখতে পেরেছি। তাই আসন্ন নির্বাচনে গণমাধ্যমের রিপোর্টিংয়ের ওপর বাধা-নিষেধ আরোপ করার কমিশনের সিদ্ধান্ত কোনোভাবেই গ্রহণযোগ্য নয়। এ যেন 'কিল দি ম্যাসেঞ্জার' নীতিরই প্রতিফলন। বিখ্যাত আমেরিকান বিচারপতি লুইস ব্রান্ডাইস-এর ভাষায়, 'সানলাইট ইজ দি বেস্ট ডিসইনফেকট্যান্ট' বা রোদের আলোই সর্বাধিক কার্যকর জীবানুনাশক। অন্যভাবে বলতে গেলে, স্বচ্ছতাই সততা নিশ্চিত করার অন্যতম পন্থা। তাই আমাদের প্রশ্ন: গণমাধ্যমের ওপর বাধা-নিষেধ আরোপের মাধ্যমে কমিশন কী কিছু লুকানোর পাঁয়তারা করছে?

এ অবস্থায় নির্বাচনী প্রচার-প্রচারণার শেষ মুহূর্তে এসে কমিশনের প্রতি আমাদের আহ্বান: যেসব প্রার্থী নিজে বা প্রার্থীর পক্ষে অনিয়ম করা হচ্ছে তাদের বিরুদ্ধে কঠোর ব্যবস্থা নিন। প্রয়োজনে দোষীকে জেলে প্রেরণ করুন। এমনকি দু একজনের প্রার্থিতা বাতিল করুন। প্রয়োজনে নির্বাচন স্থগিত করুন বা নির্বাচন বাতিল করুন। যেসব প্রার্থী নিরাপত্তাহীনতায় ভুগছে তাদের নিরাপত্তা নিশ্চিত করুন। টাকা ও পেশিশক্তির প্রভাব দূরীকরণে কঠোর ব্যবস্থা নিন। কালোটাকা ও পেশিশক্তির প্রভাবমুক্ত নির্বাচন অনুষ্ঠানে প্রয়োজনীয় সকল পদক্ষেপ গ্রহণ করুন। ভোট গণনার ফলাফল প্রকাশ না হওয়া পর্যন্ত আইন-শৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীসহ নির্বাচনী দায়িত্বে নিয়োজিত কর্মকর্তা-কর্মচারীদের নিরপেক্ষতা নিশ্চিত করুন। অতীত অভিজ্ঞতার আলোকে নির্বাচনের দিনে ভোটদানের শান্তিপূর্ণ পরিবেশ নিশ্চিত করাসহ কেন্দ্র দখল, ব্যালট পেপার বা ব্যালট বাক্স ছিনতাই, ব্যালট বক্স স্টাফিং, জাল ভোট প্রদান ইত্যাদি রোধে পূর্ব থেকে সতর্কতামূলক ব্যবস্থা গ্রহণ করুন। গণমাধ্যমের রিপোর্টিংয়ের ওপর বাধা-নিষেধ পরিহার করুন।

সরকারের প্রতি আমাদের আহ্বান: সুষ্ঠু, নিরপেক্ষ ও শান্তিপূর্ণ পরিবেশে নির্বাচন নিশ্চিত করতে নির্বাচন কমিশনকে সার্বিক সহযোগিতা প্রদান করুন। সরকারি কর্মকর্তা-কর্মচারী এবং আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনী যাতে নিরপেক্ষভাবে দায়িত্ব পালন করে তা নিশ্চত করুন। নির্বাচনী দায়িত্বরত নির্বাহী ম্যাজিস্ট্রেটদের স্বাধীনভাবে দায়িত্ব পালন করতে দিন।

প্রথমবারের মত দলভিত্তিক পৌর নির্বাচন অনুষ্ঠানের সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে। কিন্তু আমাদের দেশে এখনো দায়বদ্ধ ও পরিপূর্ণ গণতান্ত্রিক রাজনৈতিক দল গড়ে ওঠেনি। তাই হত্যা মামলার আসামীসহ অনেক অনাকাঙ্ক্ষিত ব্যক্তি মনোনয়ন পেয়েছেন, যাদের সংযত আচরণ তথা আচরণবিধি মেনে চলতে বাধ্য করতে রাজনৈতিক দলগুলোকেই দায়িত্ব নিতে হবে। এছাড়াও অবাধ, নিরপেক্ষ ও শান্তিপূর্ণ নির্বাচনের স্বার্থে রাজনৈতিক দলগুলোর উচিত হবে নির্বাচনকে প্রতিযোগিতা হিসেবে গ্রহণ করে 'যে কোনো মূল্যেই জয়ী হওয়া'র দৃষ্টিভঙ্গি পোষণ থেকে বিরত থাকা এবং অন্য দল ও প্রার্থীদের সঙ্গে বন্ধুসুলভ আচরণ করা।

পরিশেষে আমরা মনে করি, নির্বাচনপূর্ব ব্যাপক সহিংসতা ও আচরণবিধি লঙ্ঘনের ঘটনায় পৌর নির্বাচন সুষ্ঠু ও নিরপেক্ষ হওয়া নিয়ে নাগরিকদের মধ্যে এক ধরনের সংশয় তৈরি হয়েছে। এ সংশয় নিরসনে নির্বাচন কমিশন যথাযথ ও কঠোর পদক্ষেপ গ্রহণ করবে এবং এক্ষেত্রে সরকার ও রাজনৈতিক দল কমিশনকে প্রয়োজনীয় সহায়তা প্রদান করবে বলে আমরা মনে করি। সবাই যদি আন্তরিক হয় এবং স্ব স্ব অবস্থান থেকে যথাযথ ভূমিকা পালন করেন, তাহলে সুষ্ঠু ও নিরপেক্ষ নির্বাচনের পথের বাধাগুলো আমরা অনেকাংশে দূর করতে পারব।

আপনাদের সবাইকে ধন্যবাদ।